গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-২

বিষয়: চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের ০৬/২০২২ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
সভার তারিখ	২৩ নভেম্বর ২০২২
সভার সময়	১১.০০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভায় আগত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট এবং অত্র কমিটির সদস্য-সচিব কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০২। বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় । কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>আলোচ্য বিষয়:</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>সভার তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার</th></tr>
<tr><td>১৯.০৯.২০২২</td><td>২৮</td><td>২৭</td><td>৯৬%</td></tr>
</table></td><td>সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে গৃহীত ২৮ টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৭ টি বাস্তবায়ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অবশিষ্ট ০১ (এক) টি সিদ্ধান্ত আগামী সভার পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ</td></tr>
<tr><td>০১. উপজেলা ও ইউনিয়ন চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা:
সীমান্তবর্তী ১৯টি উপজেলার মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২২ এবং অক্টোবর ২০২২ মাসে ১৯ (উনিশ) টি উপজেলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া সীমান্তবর্তী ৬৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২২ এবং অক্টোবর ২০২২ মাসে ৬৪ (চৌষট্টি) ইউনিয়নে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল উপজেলা এবং ইউনিয়নে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।
তাছাড়া উপজেলা পর্যায়ে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভায় বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।</td><td>১.১ সীমান্তবর্তী সকল উপজেলা ও ইউনিয়নে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
১.২ চোরাচালান প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, বিজিবি ও কাস্টমস, র‍্যাব এর সমন্বয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে।
১.৩ চোরাচালান প্রতিরোধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
১.৪ চোরাচালান বন্ধে স্থানীয় জনগণকে কাউন্সিলিং করতে হবে।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ</td></tr>
</table>

আলোচ্য বিষয়:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২. জেলা টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সংক্রান্ত: পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা টাস্কফোর্সের অভিযান সম্পর্কিত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ০৪ (চার) টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে কিন্তু কোনো মালামাল আটক করা হয়নি। অক্টোবর ২০২২ মাসে ০৬ (ছয়) টি অভিযান পরিচালনা করে ৯২,৮০,০০০/-(বিরানব্বই লক্ষ আশি হাজার) টাকার মালামাল আটক করা হয়েছে। সিলেট বিভাগে টাস্কফোর্সের অভিযান বৃদ্ধি করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী বাজারসমুহে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	২.১ প্রতিমাসে জেলাওয়ারী টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। ২.২ সীমান্তবর্তী বাজারসমূহে নিয়মিত টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ
৩. রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী অভিযান সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে সেপ্টেম্বর মাসে ৬৫ (পয়ষট্টি) টি এবং অক্টোবর ২০২২ মাসে যথাক্রমে ৮৫ (পঁচাশি) টি করে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং ০১ (এক) জন ব্যাক্তিকে আটক করা হয়। স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট, রেলওয়ে পুলিশসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। তাছাড়া বনবিভাগ কর্তৃক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ মাসে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে ০৬ (ছয়) টি চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। তাছাড়া পাক্ষিক ভাবে দু'জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী অবৈধ এবং অস্থায়ী দোকানপাট থাকলে সেগুলো উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পত্র দ্বারা জানানোর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৩.১ রেলওয়ে স্টেশন ও চলন্ত ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনাপূর্বক এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩.২ স্টেশন ম্যানেজারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করে সমন্বিতভাবে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৩.৩ বন বিভাগ কর্তৃক প্রতি মাসে সুবিধাজনক সময়ে ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩.৪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সুবিধাজনক সময়ে ট্রেনে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ২. রেলওয়ে পুলিশ সুপার, সিলেট ৩. স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট, রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট ৪. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট

আলোচ্য বিষয়:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪. চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত (সকল সংস্থার) অভিযান ও জব্দকৃত মালামালের বিবরণী পর্যালোচনা: সভায় সেপ্টেম্বর ২০২২ ও অক্টোবর ২০২২ মাসের চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত (সকল সংস্থার) অভিযান ও জব্দকৃত মালামালের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ৭৯১১ টি অভিযান পরিচালনা করে **১৫,৫৮,৮৮,২২২.৯২** টাকার মালামাল ও ১৭৬ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২২ মাসে ৭৯১৪ টি অভিযান পরিচালনা করে **১৪,৯৬,৮৩,৯৭৯.০০ টাকার** মালামাল এবং ১৬৫ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। চোরাচালান অভিযানে অধিক পরিমাণে পণ্য উদ্ধার হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সামনে শুষ্ক মৌসুমে (মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে) সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে গুড়া/নিম্নমানের চা-পাতা, গরু-মহিষ, মটর ডাল, মদ, ভারতীয় শাড়ি ও নিম্নমানের প্রসাধনী সামগ্রী প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া সিলেটের অভ্যন্তরে নিম্নমানের চা-পাতা প্রসেসিং করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	৪.১ চোরাচালান প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.২ সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। অভিযানে আটককৃত দ্রব্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ২.পুলিশ কমিশনার, এসএমপি ৩.সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/ শ্রীমঙ্গল। ৪.কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট ৫. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ৬. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৭.পুলিশ সুপার (সকল)

আলোচ্য বিষয়:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৫. মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণী: সভায় সেপ্টেম্বর ২০২২ ও অক্টোবর ২০২২ মাসের মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার (সকল সংস্থার) অভিযান ও জব্দকৃত মালামালের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ২,৫৯৯ টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২,৬৪,৩৩,১৫০.০০ টাকার মালামাল এবং ৩২৬ ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২২ মাসে ২৪৯৬ টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২,০৫,৭২,৭০৭.০০ টাকার মালামাল এবং ২৯৪ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও বিচার নিষ্পত্তির সমন্বিত প্রতিবেদন আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। মামলা নিষ্পত্তির বিষয় ও চলমান মামলার সাক্ষ্য অবস্থা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সাক্ষী যেন ফেরৎ না যায় সে বিষয়টি কোর্টের নজরে নেওয়ার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রত্যেক জেলায় মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞ অতিরিক্ত পিপি, মৌলভীবাজার মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ জব্দ তালিকা প্রণয়ন এবং চার্জশীট যথাযথ ভাবে দাখিলের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাছাড়া সভায় এ বিভাগাধীন ০৪ (চার) জেলার বিজ্ঞ পিপি/অতিরিক্ত পিপিদের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৫.১ মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও বিচার নিষ্পত্তির সমন্বিত প্রতিবেদন আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ৫.২ বড় চালানের মাদক আটক হলে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করার জন্য সিআইডি-কে অনুরোধ জানিয়ে আটককারী সংস্থাকে চিঠি দিতে হবে। ৫.৩ মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলায় অত্যধিক খালাসের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। ৫.৪ মাদকের বিরুদ্ধে সমন্বিতভাবে সকল সংস্থাকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫.৪ মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ জব্দ তালিকা প্রণয়ন এবং চার্জশীট যথাযথ ভাবে দাখিলের ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫.৫ বিজ্ঞ পিপি/অতিরিক্ত পিপিদের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২.পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট ৩.সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/ শ্রীমঙ্গাল। ৪. জেলা প্রশাসক (সকল) ৫.কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট ৬. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ৭. অধিনায়ক, র‌্যাব-৯, সিলেট ৮.পুলিশ সুপার (সকল) ৯. পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট ১০. অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট। ১১. বিজ্ঞ পিপি (সকল)

আলোচ্য বিষয়:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৬. চোরাচালান সংক্রান্ত মামলা: সভায় চোরাচালান সম্পর্কিত মামলার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে জেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য সকল সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে সিলেট বিভাগে সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ৫১ টি ও অক্টোবর ২০২২ মাসে ৪৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া সেপ্টেম্বর ২০২২ এবং অক্টোবর ২০২২ মাসে যথাক্রমে ২৯ (উনত্রিশ) টি এবং ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। চোরাচালান সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৬.১ চোরাচালান মামলার রায়ে অত্যধিক খালাসের কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬.২ চোরাচালান মামলার বিবরণ যাচাইপূর্বক সমন্বয় করতে হবে। ৬.৩ চোরাচালান সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ২. অতিরিক্ত কমিশনার ও সদস্য সচিব, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট ৩. বিজ্ঞ পিপি (সকল)
০৭. জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল ও ইউরিয়া সারের পাচার রোধ সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জ্বালানি, ভোজ্য তেল ও ইউরিয়া সারের পাচার রোধ বিষয়ে অভিযান অব্যাহত আছে। বর্তমানে এ ধরনের পাচার পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সীমান্ত দিয়ে প্রবেশকারী ভারতীয় যানবাহন যাতে অতিরিক্ত জ্বালানি তেল ক্রয় করতে না পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	৭.১ জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল, সার পাচার/ চোরাচালান প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৭.২ সীমান্তে ভারতীয় যানবাহন যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি ক্রয় করতে না পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৭.৩ জেলা থেকে নির্ধারিত ছকে পেট্রোল পাম্প সমূহের তেলের উত্তোলন, বিক্রয় এবং মজুদের হিসাব প্রতি মাসে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১.সেক্টর কমান্ডার বিজিবি, সিলেট/ শ্রীমঙ্গল ২.কাস্টমস কমিশনার, সিলেট ৩. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ৪. পুলিশ সুপার (সকল)
০৮. অবৈধ করাত কল উচ্ছেদ সংক্রান্ত: সভায় অবৈধ করাত কল উচ্ছেদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে অবৈধ করাত কল বন্ধের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অবৈধ করাত কলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিষয় আলোচনা হয়। উপস্থিত বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জানান যে, অবৈধ করাত কলে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে না এবং বিদ্যমান এরূপ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	৮.১ অবৈধভাবে স্থাপিত করাত কলসমূহ বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জোরদার করতে হবে। ৮.২ অবৈধ করাত কলের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাবিউবো/ মহাব্যবস্থাপক, আরইবি ২. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ৩.পরিচালক , পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট ৪. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট

আলোচ্য বিষয়:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৯. জাল নোট প্রস্তুত ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাল নোট প্রস্তুত ও সরবরাহ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। জালনোট প্রস্তুত ও সরবরাহকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জাল নোট সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা উল্লেখসহ প্রতিমাসে ধৃত জাল নোটের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করা হচ্ছে। ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় জাল নোট সনাক্তকরণ ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সভায় আলোচিত হয়। তাছাড়া জাল নোট সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	৯.১ জাল নোট প্রস্তুত ও সরবরাহ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে অপরাধী সিন্ডিকেট চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৯.২ সিলেট বিভাগে জাল নোট সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা উল্লেখসহ প্রতিমাসে ধৃত জাল নোটের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৯.৩ জাল নোট সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১.উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট ৩. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট ৪. অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই, সিলেট ৫. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট

০৪। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৮.০৬.০০৯.১৬.৪২৭

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
২৮ নভেম্বর ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

৩) সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৫) মহাপরিচালক (বিজিবি), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
৬) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৭) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল, চট্রগ্রাম
৮) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
৯) পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
১০) সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১১) সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট
১২) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার
১৩) অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট
১৪) উপ মহাপরিচালক, আনসার এন্ড ভিডিপি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
১৫) কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সিলেট।
১৬) কর কমিশনার, কর অঞ্চল, সিলেট
১৭) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট
১৮) উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, হাইওয়ে রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ, ঢাকা।
১৯) পুলিশ সুপার, সিলেট
২০) পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ
২১) পুলিশ সুপার, মৌলভীবাজার
২২) পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ
২৩) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট
২৪) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট
২৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন বিভাগ, সিলেট।
২৬) সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রেলওয়ে, চট্রগ্রাম।
২৭) রেলওয়ে পুলিশ সুপার, সিলেট
২৮) রিজিওয়ন কমান্ডার, বিজিবি, উত্তর-পূর্ব রিজিয়ন, রিজিওনাল হেডকোয়ার্টার, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৯) বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রশাসনিক ভবন, কমলাপুর, ঢাকা।
৩০) অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই, সিলেট
৩১) বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা
৩২) বিভাগীয় বানিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রশাসনিক ভবন, কমলাপুর, ঢাকা
৩৩) স্টেশন ম্যানেজার , সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, সিলেট
৩৪) সভাপতি, সিলেট চেম্বর অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, জেলরোড, সিলেট
৩৫) বিজ্ঞ পিপি, সিলেট
৩৬) বিজ্ঞ পিপি, সুনামগঞ্জ
৩৭) বিজ্ঞ পিপি, হবিগঞ্জ
৩৮) বিজ্ঞ পিপি, মৌলভীবজার
৩৯) সহকারী পরিচালক, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট
৪০) সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট (ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)।

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার